কোরবানির সামাজিকায়ন

সবাইকে নিয়ে সবার সাথে

কয়েক দশক আগেও কোরবানির ঈদ ছিল আবহমান বাংলার সর্বজনের উৎসব। পঞ্চায়েত বা মুরব্বিদের উদ্যোগে মাংস সংগ্রহ ও বিতরণের কাজটি এমনভাবে করা হতো যেন উৎসবের আনন্দ থেকে কেউ বাদ না পড়ে। গ্রাম থেকে মফস্বল শহরে এটাই ছিল কোরবানির চিরচেনা দৃশ্য।

তারপর তথাকথিক আধুনিকতা এবং ভোগসর্বস্ব জীবনবোধ মানুষকে ধীরে ধীরে স্বার্থপরতার বৃত্তে বন্দি করে ফেলল। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলো থেকে হারিয়ে গেল মানুষে মানুষে সম্পর্কের উষ্ণতা, যোগাযোগ এমনকি স্বাভাবিক দেখা-সাক্ষাতও। কোরবানির মাংস বিতরণের পর্বটি দিন দিন হয়ে উঠল দায়সারা এক সামাজিকতা।

অথচ কোরবানির শিক্ষা হলো—একা নয়, একসাথে; সবাইকে নিয়ে, সবার সাথে। কেননা উৎসব তখনই পূর্ণতা পায়, যখন ধনী-গরিব সবার সাথে এর আনন্দ ভাগ করে নেয়া হয়।

আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতেই কোয়ান্টাম উদ্যোগ নিয়েছে কোরবানির সামাজিকায়নের। ২০০২ সালে এর সূচনা হয়েছিল বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে। সেটাই রাজধানীসহ দেশব্যাপী আরো বিস্তৃত পরিসরে শুরু হয়েছে ২০২৪ সালে।

আপনিও যুক্ত হোন এ উদ্যোগে। কোরবানির এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে সুদৃঢ় হোক আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বুনন।

quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম মেথড অ্যাপ

কোরবানি ॥ ইসলামের নির্দেশ

কোরবানির প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আদম (আ)-এর দুই পুত্রের ঘটনা থেকে *(সূরা মায়েদা : ২৭)*। আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালনে ইব্রাহিম (আ) তার পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করতে উদ্যত হয়েছিলেন, যে ঘটনাটি স্রষ্টার প্রতি সমর্পণের অতুলনীয় উদাহরণ।

যা নিজের সবচেয়ে প্রিয়, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ত্যাগের প্রতীক কোরবানি। মদিনায় হিজরতের পর আল্লাহর নামে করা কোরবানির নির্দেশকে নবীজী (স) উৎসবের মর্যাদা দেন 'ঈদুল আজহা' নামে।

নবীজীবন থেকে আমরা জানতে পারি, হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে ৭০টি উটকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল কোরবানির জন্যে। এ সন্ধি স্বাক্ষরের পর হুদায়বিয়ার প্রান্তরে নবীজী (স) পশু কোরবানি করেন। হিজরতের সাত বছর পর দুই হাজারের বেশি সাহাবীকে নিয়ে নবীজী (স) মক্কায় ওমরাহ করেন এবং ৬০টি উট কোরবানি দেয়া হয়।

কোরবানির মাংস তোমরা খাও এবং কেউ চাক না চাক সবাইকে খাওয়াও। *(সূরা হজ : ৩৬)*

কোরআনে কোরবানির প্রসঙ্গ

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কোরবানিকে ইবাদতের অংশ করেছি। যাতে জীবনোপকরণ হিসেবে যে গবাদি পশু তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আর (সবসময় যেন মনে রাখে) একমাত্র আল্লাহই তাদের উপাস্য। অতএব তাঁর কাছেই পুরোপুরি সমর্পিত হও। *(সূরা হজ : ৩৪)*

কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাঁর মহিমার প্রতীক করেছেন। তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ। অতএব এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় এদের জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। এরপর এরা যখন জমিনে লুটিয়ে পড়ে, তখন তা থেকে (মাংস সংগ্রহ করে) তোমরা খাও এবং কেউ চাক না চাক সবাইকে খাওয়াও। *(সূরা হজ : ৩৬)*

অতএব (হে নবী!) মানুষের কাছে হজের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চড়ে। দূরদূরান্ত থেকে তারা এসে যেন কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে। আর তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ হিসেবে যে গবাদি পশু দিয়েছেন, তা থেকে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নামে জবাই করতে পারে। তা থেকে তোমরা খাও এবং অভাবী দরিদ্রদের খাওয়াও। *(সূরা হজ : ২৭-২৮)*

হে নবী! কিতাবিগণকে আদমের দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের ঘটনা ভালো করে বর্ণনা করো। তারা যখন কোরবানি করেছিল, তখন একজনের কোরবানি কবুল হলো কিন্তু অন্যজনের কোরবানি কবুল হলো না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, আমি তোমাকে খুন করব। অপরজন বলল, প্রভু তো শুধু আল্লাহ-সচেতনদের কোরবানিই কবুল করেন। *(সূরা মায়েদা : ২৭)*

(মনে রেখো) কোরবানির মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহ-সচেতনতা। এই লক্ষ্যেই কোরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দিয়েছেন, সেজন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো। *(সূরা হজ : ৩৭-৩৮)*

(হে নবী! ওদের) বলো, 'আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ—আমার সবকিছুই মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। এ আদেশই আমি পেয়েছি। আমি সমর্পিতদের মধ্যে প্রথম।' *(সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩)*

তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্যেই নামাজ পড়ো ও কোরবানি দাও। *(সূরা কাওসার : ২)*

হাদীসে কোরবানির প্রসঙ্গ

কোরবানি করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোরবানি করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে।
—আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ, আহমদ

রসুলুল্লাহ (স) মদীনায় ১০ বছর ছিলেন। প্রতি বছরই তিনি কোরবানি করেছেন।
—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী, আহমদ

যাদের জন্যে ওয়াজিব

প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম যদি 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে থাকেন, তাহলে কোরবানি দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব বা আবশ্যক। উল্লেখ্য, প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা (৮৫ গ্রাম) বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা (৫৯৫ গ্রাম) বা সমমানের অর্থ জমা থাকলে সেটাই নিসাব পরিমাণ অর্থ। রুপার বর্তমান বাজারমূল্য হিসাবে ৬৩ হাজার টাকা থাকলে কোরবানি আপনার ওপর ওয়াজিব।

কোরবানির পশু

কোরবানি দিতে হবে 'বাহিমাতুল আনআম' অর্থাৎ অহিংস্র গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু। হৃষ্টপুষ্ট, নিখুঁত এবং দেখতে সুন্দর এমন ছয় ধরনের গবাদি পশু (উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা) কোরবানি করা যায়।

ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা—এ তিনটি পশু একনামে এবং উট, গরু ও মহিষ সর্বোচ্চ সাত নামে কোরবানি করা যায়। একাধিক শরিকির মধ্যে মাংস সমান ভাগ করতে হবে।

সুদূরপ্রসারী এক উদ্যোগ
কোরবানির সামাজিকায়ন

কোরবানি শব্দের অর্থ উৎসর্গ করা। আরবি শব্দ কোরবানির উৎপত্তি 'কুরব' শব্দ থেকে, যার অর্থ নৈকট্যলাভ বা সান্নিধ্য পাওয়া। অর্থাৎ উৎসর্গ করা এবং নৈকট্য—দুটি বিষয় যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কোরবানি করা হয় আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায়। আবার কোরবানির পুরো প্রক্রিয়া আমাদেরকে মানুষের ও সমাজের কাছাকাছি আনে। সমাজে সাম্য ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘবদ্ধতা ও সমৃদ্ধির এক বড় সুযোগ কোরবানির ঈদ।

বাড়ায় সোশ্যাল ফিটনেস

২০২২ সালে আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতাকে চিহ্নিত করেছে 'গ্রোয়িং পাবলিক হেলথ ইস্যু' হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল ড. বিবেক মূর্তিসহ বিশ্বের প্রথমসারির চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও মনোবিদরা নিঃসঙ্গতাকে অভিহিত করছেন মহামারি নামে। আর এ মহামারি থেকে পৃথিবীর অধিবাসীদের মুক্ত করতে তারা বাতলে দিচ্ছেন সবচেয়ে সহজ ও চিরচেনা উপায়—চারপাশের মানুষের সাথে বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ।

ঈদুল আজহা এই কাজটিকেই সহজ করে দেয়। ঈদের কুশল বিনিময় এবং বাড়ি বাড়ি কোরবানির মাংস পৌঁছে দেয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতা ও একাকিত্ব থেকে বেরিয়ে আসার পথ পায়। বাড়ে তার সোশ্যাল ফিটনেস। সেইসাথে পারস্পরিক শুভকামনায় পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে ইতিবাচকতার অনুরণন।

অভাবী ও বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

> প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে যে পেট পুরে খায়, সে বিশ্বাসী নয়। —*মেশকাত, বায়হাকি*

ইসলামের মূল সুর ফুটে ওঠে এই হাদীসটির মধ্য দিয়ে। এটি আমাদের সচেতন করে দেয় যে, একাকী নিভৃতে শুধু ইবাদতে মশগুল থাকলেই বিশ্বাসীর মানদণ্ডে উতরে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশ্বাসীর মর্যাদা পেতে হলে চারপাশে তাকাতে হবে, জানতে হবে আমার নিকটবর্তী পরিবারগুলো ক্ষুধার্ত কিনা, তারা কষ্টে আছে কিনা।

ঠিক একই আহ্বান খুঁজে পাওয়া যায় ঈদুল আজহার কর্মতৎপরতায়। সূরা হজ-এর ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'জবাই করা পশু থেকে তোমরা খাও এবং অভাবী দরিদ্রদের খাওয়াও।' প্রতিবেশীর যেমন ধর্মবর্ণ উল্লেখ করা হয় নি, তেমনি অভাবী মানুষও যে ধর্মেরই হোক না কেন, বিপদে-আপদে তার প্রতি বাড়িয়ে দিতে হবে সহযোগিতার হাত। তেমনি কোরবানির এ উৎসবে কেবল একা পেট পুরে খাওয়া নয়, চারপাশের সবার ঘরেও পৌঁছে দিতে হবে কোরবানির মাংস। এটাই শাশ্বত ধর্মের শিক্ষা।

শেখায় সঙ্ঘবদ্ধতা ও দলগত কাজের গুরুত্ব

কোরবানির ঈদ এমন এক ধর্মীয় উৎসব, যা একাকী উদযাপন করা প্রায় অসম্ভব। কোরবানির পশু কেনা থেকে শুরু করে প্রসেসিং, বিতরণ এমনকি বর্জ্য পরিষ্কার—প্রতিটি ধাপেই প্রয়োজন দলবেঁধে কাজ করা। উৎসবের এই আনন্দের মাঝে আমরা শিখি সঙ্ঘবদ্ধতা ও দলগত কাজের গুরুত্ব। বাড়ির সবাই কোনো না কোনো কাজে হাত লাগায়। বৃহত্তর পরিবারের সদস্যরা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এমনকি এলাকার স্বল্প পরিচিত মানুষেরাও এসময় একে অপরকে সহযোগিতা করে। কোরবানির এ আবহ যেন নীরবে বলে যায়—যদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এভাবে মিলেমিশে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমরা কাজ করি, আমাদের প্রত্যেকের অর্জন আরো বেশি হবে।

ধর্ম লোক-দেখানোর অনুষঙ্গ নয়, লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

> আল্লাহ তোমার চেহারা বা ধনসম্পত্তির দিকে তাকাবেন না, তিনি দেখবেন তোমার অন্তর আর হিসাব নেবেন তোমার কর্মের। —*মুসলিম, ইবনে মাজাহ*

অর্থাৎ লোক-দেখানোর জন্যে বা বাহবা পাওয়ার জন্যে ধর্ম নয়; বরং ধর্মের নির্দেশ পালন করতে হবে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে। কারণ তাঁর কাছে আমাদের অন্তর ব্যতীত আর কিছুই পৌঁছায় না। কোরবানির দৃষ্টান্ত দিয়ে সূরা হজ-এর ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'কোরবানির মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহ-সচেতনতা।'

অথচ প্রতিটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মতো কোরবানি নিয়েও এখন পণ্যদাসত্ব ও বাণিজ্যিকীকরণের জোয়ার। এ থেকে মুক্ত থাকতে ব্যক্তির একার প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। চাই সৎসঙ্ঘে একাত্মতা। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষদের সাথে একাত্ম না থাকলে কোনো ভালো কাজই বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়।

কোরবানির সামাজিকায়ন

কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে ভালো ভাবনা ও কাজগুলোকে আরো ফলপ্রসূ করতেই কোয়ান্টামের উদ্যোগ—কোরবানির সামাজিকায়ন। মানুষ যেন সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ হয়ে না পড়ে, আপনজনদের পাশে পায় এবং কোনো পরিবার যেন ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না থাকে—সেই লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ। সেইসাথে সঙ্ঘবদ্ধ কাজে সারাদেশে শত শত স্বেচ্ছাসেবী আনন্দময় কর্মমুখরতায় অতিবাহিত করেন ঈদুল আজহার দিনটি। সেবা, সৎকর্ম ও স্রষ্টা-সচেতনতা সৃষ্টির এক সুদূরপ্রসারী আয়োজন কোরবানির সামাজিকায়ন।

দেশব্যাপী কোরবানির সামাজিকায়ন

২০২৪-এ ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী কোরবানির সামাজিকায়নের উদ্যোগ নেয় কোয়ান্টাম। এ আয়োজনের প্রতিপাদ্য ছিল 'কোরবানি ঘরে ঘরে, কল্যাণ ঘরে ঘরে'। ঢাকা নগরীসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, যশোর— সারাদেশে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেলে কোরবানির আয়োজন এবং মাংস বিতরণে পাঁচ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবীর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

এ আয়োজনের লক্ষ্য ছিল কোরবানির কল্যাণ ঘরে ঘরে পৌঁছানো। কোরবানির মাংস ঈদ উপহার হিসেবে পৌঁছে দেয়া হয় দেশের প্রায় ১০ হাজার পরিবারে।

সঙ্ঘবদ্ধ এ আয়োজনে একনামে ২১,০০০ টাকা জমা দিয়ে শরিক হন কোয়ান্টামের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা। ঢাকায় ৫১টি গরু এবং ৪৫টি ছাগলসহ সারাদেশে মোট ১১৫টি গরু ও ১০০টি ছাগল কোরবানি করা হয়। নিজ উদ্যোগে কোরবানি দিয়েছেন এমন অনেক সদস্য কোরবানির মাংসের একটি অংশ ফাউন্ডেশনে জমা দেন বিতরণের জন্যে।

লামার কোয়ান্টামমে কোরবানি হয়েছে ২৮টি গরু এবং ২৫টি ছাগল। ১,২০০ পরিবারের মাঝে কোরবানির মাংস বিতরণ করা হয়। রান্না করে প্রায় চার হাজার মানুষকে আপ্যায়ন করা হয়।

প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে বান্দরবান জেলার লামা থানার সরই ইউনিয়নে কোয়ান্টামমে দুটি পশু কোরবানির মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটে লামা কোরবানির। চারপাশে সবার মাঝে কোরবানির কল্যাণ বিলিয়ে দেয়ার সেই উদ্যোগের বিকশিত রূপ কোরবানির সামাজিকায়ন।

১১৫টি গরু
১০০টি ছাগল

১৮,৯৬৭ কেজি
মাংস বিতরণ

১০ হাজার পরিবারে পৌঁছেছে
কোরবানির মাংস

ঢাকার আইডিইবি ভবনে চলছে কোরবানির মাংস প্রসেসিং ও বিতরণের প্রস্তুতি।

কোরবানির পশুর একাংশ (ঢাকা)

মাংস প্যাকেজিংয়ে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবীদের একাংশ

কোরবানির আগে পশু জবাইয়ের স্থান এবং কোরবানির পরে বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ করেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

প্যাকেজিং শেষে
দলে দলে স্বেচ্ছাসেবীরা বের হন
বিতরণের উদ্দেশ্যে।
ঈদ উপহার হিসেবে কোরবানির মাংস
পৌঁছে দেন তারা ঘরে ঘরে।

কোরবানি বিষয়ে আপনার প্রশ্ন

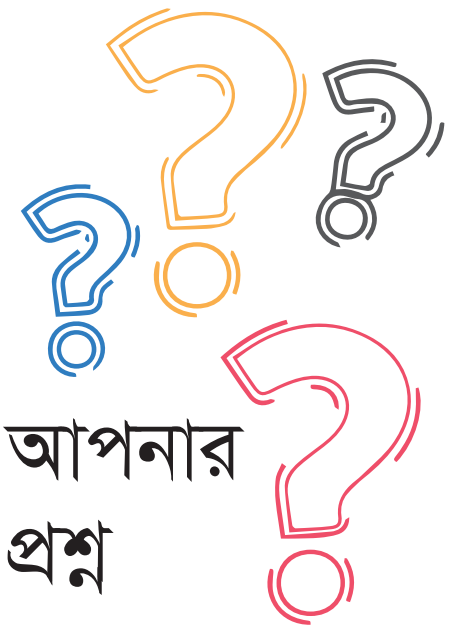

প্রশ্ন : কেউ কেউ মনে করেন, বড় পশু কোরবানি না দিলে সমাজে মুখ দেখানো যায় না। তাদের কথা হলো, ব্যাংক থেকে ঋণ করে হলেও বড় কোরবানি দেয়া উচিত। গুরুজী, ঋণ করে কি কোরবানি দেয়া যায়?

উত্তর : ঋণ করে কোরবানি হয় না। ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে এর সাথে সুদ যুক্ত হবে। ফলে আপনি আরো গুনাহগার হচ্ছেন। প্রথমত ঋণ, তার সাথে আবার সুদ।

রসুল (স) যে কয়টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো ঋণ। তিনি প্রায়ই দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে সকল পাপ ও ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কেন প্রায়ই ঋণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় চান? তিনি জবাবে বললেন, ঋণগ্রস্ত হলে একজন মানুষ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। —*আয়েশা (রা); বোখারী*

কোরবানি একটি ধর্মীয় নির্দেশ, যা পালন করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ-সচেতনতার প্রকাশ ঘটবে। এটি ফুটানি বা স্ট্যাটাস দেখানোর জন্যে নয়। অতএব ঋণের টাকায় কোরবানি করা যাবে না।

প্রশ্ন : কোনো কোনো পরিবারে সারা বছর ফ্রিজ ভর্তি করে রাখা হয় কোরবানির মাংস। এ বিষয়ে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর : খুব দুঃখ হয় যখন দেখি কোরবানির ঈদের সময় কেউ কেউ কিস্তিতে ফ্রিজ কেনার হুজুগে মেতে ওঠে। যা হওয়া উচিত ছিল সামাজিক হৃদ্যতা বাড়ানোর মাধ্যম, সেই ঈদকে আমরা করে তুলেছি সামাজিক সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদ বৃদ্ধির মাধ্যম। কোরবানির ঈদ এখন ঋণ ও কিস্তিতে ফ্রিজ কেনার মহোৎসব।

কোরবানির মাংস চারপাশে সবার মাঝে বিতরণ করার মধ্য দিয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝে সম্পর্কগুলো আরো আন্তরিক হবে, এটাই কোরবানির মাহাত্ম্য। কিন্তু সম্পর্কের উষ্ণতা এবং দেয়ার আনন্দ—দুটো থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে এখনকার মানুষ।

আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস : একবার বাড়িতে ভেড়া জবাই করা হলো। তিনি মাংস দান করে দেয়ার ব্যবস্থা নিলেন। কিছুক্ষণ পর নবীজী (স) ঘরে ফিরে শুনলেন যে, একটি ভেড়া জবাই করা হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, ওটার কতটুকু আছে? আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, ভেড়ার গর্দান ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। নবীজী (স) বললেন, গর্দান ছাড়া বাকি সবটাই রয়ে গেছে। —*তিরমিজী*

অর্থাৎ যা দান করা হয়, সেটাই আসলে দাতার কল্যাণে আসে। কোরবানির ক্ষেত্রেও নিজের এবং পরিবারের জন্যে যতটা কল্যাণ নেয়া যায় তত ভালো।

প্রশ্ন : কোরবানি ইসলাম ধর্মের একটি নির্দেশ। তাহলে কোরবানির মাংস সব মানুষের মাঝে বিতরণ করা কি ঠিক?

উত্তর : কোরবানির মাংস শুধু ইসলাম অনুসারীদের মাঝে বিতরণ করতে হবে, কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেয়া যাবে না—এমন কোনো কথা কিন্তু কোথাও বলা হয় নি।

কোরআনে সূরা হজ-এর ৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাঁর মহিমার প্রতীক করেছেন। তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ। অতএব এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় এদের জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। এরপর এরা যখন জমিনে লুটিয়ে পড়ে, তখন তা থেকে (মাংস সংগ্রহ করে) তোমরা খাও এবং কেউ চাক না চাক সবাইকে খাওয়াও।'

অর্থাৎ আমাদের চারপাশে সবার মাঝে কোরবানির মাংস বিতরণ করতে হবে। যার সামর্থ্য নেই তাকে যেমন দেবেন, তেমনি যার সামর্থ্য আছে তার কাছেও কোরবানির এই কল্যাণ পৌঁছে দিতে হবে।

প্রশ্ন : ঈদের দিন বাইরে বের হলে চোখে পড়ে—বিভিন্ন স্থানে ভ্যানে করে কোরবানির মাংস বিক্রি হচ্ছে। মিসকিন মনে করে যাদের আমরা মাংস দেই, তাদের অনেকেই বহু বাসা থেকে সংগ্রহ করা মাংস বিক্রি করে দেয়। তাহলে আমরা কি অসহায়-মিসকিনদেরকে কোরবানির মাংস দেবো না?

উত্তর : নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু ভালোভাবে খোঁজ নেবেন—যাকে দান করছেন সে প্রকৃত অভাবী কিনা। শুধু কোরবানির মাংসের ক্ষেত্রে নয়, যে-কোনো দানের ক্ষেত্রে খোঁজখবর নেয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমরা শুরু থেকেই বলে আসছি। তাই কোরবানির মাংসের যেটুকু আপনি অভাবী মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা যদি কয়েক ঘণ্টা পর ভ্যানে করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়, তাহলে এর দায়ভার থেকে আপনিও মুক্ত নন।

তবে গ্রহীতার ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া এবং যথাযথভাবে বণ্টনের কাজ একা করাটা সহজ নয়। এজন্যে প্রয়োজন সৎসঙ্গ। আপনি সৎসঙ্গে যত বেশি একাত্ম থাকবেন, সমাজের এমন ছোট-বড় অনেক অবিদ্যা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন : কোরবানির সামাজিকায়ন নামে নতুন আরেকটি উদ্যোগ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কেন শুরু করল?

উত্তর : কোয়ান্টাম নতুন কিছু শুরু করে নি। হাঁ, 'কোরবানির সামাজিকায়ন' কথাটি আমরা বলছি ২০২৪ থেকে। তবে কার্যক্রমটি কিন্তু ২০০২ সাল থেকে বান্দরবান লামায় আমরা করে আসছি। কোরবানির মাংস চারপাশের সবার মাঝে বিতরণ করাই এর লক্ষ্য।

যারা কোরবানি করেন, সবাই কি বণ্টনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন? প্রায়শই দেখা যায়, সত্যিকারের অসহায়-অভুক্ত মানুষের কাছে এক টুকরো কোরবানির মাংসও পৌঁছায় নি। অথচ মিসকিন পরিচয়ে কোরবানির মাংস সংগ্রহ করে বিক্রি করছে কিছু সঙ্ঘবদ্ধ চক্র। সেইসাথে সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতা দিন দিন এতটাই বেড়ে যাচ্ছে, আত্মীয়-প্রতিবেশীর জন্যে বরাদ্দ মাংসের ভাগটা হয়তো বিতরণ করাই হচ্ছে না।

সামর্থ্য আছে কিন্তু কাজে বা চিকিৎসার প্রয়োজনে পরিবার থেকে বা নিজের শহর থেকে দূরে আছেন, এমন মানুষদের কাছেও আমরা গত বছর কোরবানির মাংস পৌঁছে দিয়েছি। তাদের যে তৃপ্তি ও আনন্দ তা সত্যিই অতুলনীয়। এই আনন্দ ও কোরবানির বরকত সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতেই কোরবানির সামাজিকায়ন।

সবার সাথে সবার পাশে থাকার আনন্দ

বিশ্বাস করেছি আমরা পারব

শাহ্ মহি উদ্দীন কামালি

সিলেটে তখন ভয়াবহ বন্যা। বিল্ডিংয়ের একতলা পানিতে ডুবে আছে। এর মধ্যেই চলে এলো কোরবানি ঈদ। কোয়ান্টামের দায়িত্বশীলরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম ছাদে গরু কোরবানি দেবো। এ সিদ্ধান্তে ঝুঁকি ছিল। কিন্তু আমরা সাহস হারাই নি। হাঁটু পানি ভেঙে বাড়ি বাড়ি কোয়ান্টামের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার পৌঁছে দিয়েছি আমরা।

বন্যার কারণে অধিকাংশ পরিবার সেদিন কোরবানি দিতে পারে নি। পানিবন্দি মানুষ কোরবানির মাংস উপহার পেয়ে কী যে খুশি হয়েছিল! এ কাজের সুযোগ পেয়েছি বলে আমি স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ।

সিলেটে কোরবানির সামাজিকায়ন সফল করা চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু আমরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলাম এবং বিশ্বাস করেছি যে, আমরা পারব।

[হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, সিলেট]

সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগেই এটি সম্ভব

সোনিয়া আক্তার

বেশ প্রত্যন্ত এক গ্রামে মাংস বিতরণ করতে গিয়েছিলাম। সেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দিনমজুর। ঈদের দিন শুঁটকি মাছ রান্না করেছেন তারা। এর বেশি সামর্থ্য তাদের নেই। না খেয়ে থাকলেও কারো কাছে তারা হাত পাতেন না।

সেদিন গ্রামের কারো বাড়ি থেকেই কোরবানির মাংস এ পরিবারে আসে নি। আমাকে দেখে তারা খুবই অবাক—অচেনা একটা মানুষ তাদের জন্যে এত দূর এসেছে! কোয়ান্টামের নামও কখনো তারা শোনেন নি।

এতদিন ব্যক্তিগত কোরবানির মাংস থেকে আমি সবাইকে মনভরে দিতে পারতাম না, অতৃপ্তি থেকেই যেত। কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সুবাদে গত বছর ২০টি পরিবারে আমি নিজে হাতে কোরবানির মাংস পৌঁছে দিয়েছি। এই তৃপ্তিটা অন্যরকম। সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

[আইনজীবী, বরিশাল জজ কোর্ট]

ঈদের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গেল

নুরজাহান বেগম

২০২৪ সালে মানুষের মুখের হাসিতে আমার ঈদের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। মাটির ব্যাংকে দান করেন এমন একজনের বাসায় গিয়েছিলাম। সচ্ছল পরিবার, প্রতিবছর তারা কোরবানি দিতেন। কিন্তু করোনাকালে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। গত বছর তারা কোরবানি দিতে পারেন নি। আশেপাশে কেউ একথা জানে না। কোয়ান্টামের পক্ষ থেকে সেদিন কোরবানির মাংস পেয়ে বাসার গৃহিণী কেঁদে ফেললেন।

মনে মনে ভাবছিলাম, এরকম পরিবারের মানুষগুলো কারো কাছে চাইতেও পারেন না। তাদের কষ্টটা আরো বেশি। কোয়ান্টামের এ উদ্যোগ এমন অনেক মানুষের পাশে দাঁড়াবে।

[ডেপুটি ম্যানেজার, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স, যশোর]

কাজের পরিকল্পনা আমাকে মুগ্ধ করেছে

জহিরুল ইসলাম মিজান

কোরবানির মাংস বিতরণের কাজ বরাবরই আমার কাছে বেশ পেরেশানির মনে হতো। কিন্তু কোয়ান্টামের উদ্যোগে কোরবানির সামাজিকায়নে শরিক হয়ে মাংস বিতরণের সত্যিকার লক্ষ্য আমি উপলব্ধি করেছি। এটি যে সবার মধ্যে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্যে, সেটি আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে।

একইসাথে কোয়ান্টামের কাজের পরিকল্পনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। পশু কেনা, কোরবানি, মাংস প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও বণ্টন—সবকিছু হয়েছে খুব সুন্দরভাবে।

ঈদের দিন ভীষণ গরম ছিল। এর মধ্যে আমরা কোয়ান্টিয়াররা অনেক পরিশ্রম করেছি কিন্তু কোনো ক্লান্তি আসে নি। সবাই হাসিমুখে কাজ করেছি। ২০১৬ সালে আমার মা মারা যান। এরপর থেকে ঈদের আনন্দ সেভাবে আর অনুভব করি নি। অনেক দিন পর গত বছরের ঈদটা ছিল তৃপ্তি ও আনন্দের।

[ব্যবসায়ী, ঢাকা]

কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল

কাজী ইরশাদ আহমাদ

এক রিকশাচালকের বাসায় কোরবানির মাংস দিয়েছিলাম গত ঈদে। মাস দুয়েক পরে এক আত্মীয়কে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছি। রাত ২টার দিকে বাসায় ফিরব, রিকশা পাচ্ছি না। পথে সেই রিকশাচালকের সাথে দেখা।

তিনি বললেন, 'ভাই, আপনি যে কোরবানির মাংস দিয়েছিলেন, সেদিন আমার বাসায় শ্বশুর-শাশুড়ি এসেছিলেন অনেক দিন পর। কিন্তু তাদেরকে খাওয়ানোর কোনো আয়োজন আমরা করতে পারি নি। আমার স্ত্রী সেদিন মাংস পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।' তার একথা শুনে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল।

[ব্যবসায়ী, বরিশাল]

টিমের মাঝে একটা ছন্দ ছিল

আল আমিন

কোরবানির ঈদে আমার অলস সময় কাটত। কিন্তু ২০২৪ সালের মতো কর্মব্যস্ত ঈদ আমি আগে কখনো পাই নি। আমি মাংস প্যাকেজিং টিমে ছিলাম। সাতটি গরুর মাংস আমরা প্যাকেজিং করেছি এবং টিমের মাঝে একটা ছন্দ ছিল। অনুভব করেছি—মনে আনন্দ থাকলে কঠিন কাজও সহজে করা যায়।

[ব্যবসায়ী, ঢাকা]

সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল

শেখ ইয়ামিন আরফান

দুপুরের আগেই আমরা মাংস নিয়ে গিয়েছিলাম চট্টগ্রামের মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে সেবা গ্রহণকারী মায়েদের কাছে। আমরা প্রায় ২০০ জনের হাতে কোরবানির উপহার তুলে দিয়েছে। তাদের হাসিতে আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। ঈদের আনন্দ যে সবার জন্যে, সেদিন নতুন করে বুঝতে পারলাম।

[উদ্যোক্তা, চট্টগ্রাম]

আপনিও শামিল হোন

কোরবানির সামাজিকায়নে

পরম করুণাময়ের নির্দেশ অনুসরণ এবং চারপাশের সবাই যেন কোরবানির বরকত পায়—সেই লক্ষ্যেই সমবেতভাবে আয়োজিত কোরবানির সামাজিকায়নে শরিক হোন। পারস্পরিক সমমর্মিতা ও ত্যাগের মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠুক এবারের ঈদুল আজহা। যেভাবে অংশ নেবেন—

একনামে জমা দিন ২১,০০০ টাকা। একাধিক নাম দেয়ার সুযোগ আছে।

- সারাদেশে কোয়ান্টামের সেন্টার শাখা সেলে আপনি সরাসরি কোরবানির টাকা জমা দিতে পারেন।
- আপনি নিজে কোরবানি দিয়ে মাংস প্রসেস করে যে-কোনো পরিমাণ মাংস ঈদের দিন বিতরণের জন্যে ফাউন্ডেশনে পাঠাতে পারেন।
- বিকাশ ও নগদ : 01315-393646 (Payment/ Merchant payment Counter No-1)

অনলাইনে টাকা জমা দিতে স্ক্যান করুন

Dutch Bangla Bank PLC Shantinagar Branch
A/C Name : Quantum Foundation
A/C No. : 108 120 0001850
Swift Code : DBBLBDDH **Routing No. :** 090276349

আগ্রহীরা স্বেচ্ছাসেবায় নাম দিন

২০২৪ সালে ঈদুল আজহায় সারাদেশে প্রায় ১০ হাজার পরিবারে কোরবানির মাংস পৌঁছে দিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

পাঁচ শতাধিক কোয়ান্টিয়ারের অংশগ্রহণে সম্ভব হয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ এ কর্মপ্রয়াস। স্বেচ্ছাসেবায় আগ্রহীরা নাম জমা দিন নিকটস্থ সেন্টার শাখা সেলে।

কোরবানির শুদ্ধাচার

'আমি ... টাকা দিয়ে কোরবানি দিলাম'—নিজেকে জাহির করতে এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। শুধু কোরবানির ক্ষেত্রে নয়, যাকাত/ সদকার পরিমাণ উল্লেখ করা থেকেও বিরত থাকুন।

কোরবানির পশুর দাম ও আকার নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসুন। কেউ পশুর দাম জানতে চাইলে বলুন, 'আল্লাহ যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার মধ্যেই কেনার চেষ্টা করেছি'।

লোক-দেখানোর জন্যে কোরবানির মাংসের ওজন ও পরিমাণ নিয়ে কথা বলবেন না।

কারো কাছে কোরবানির পশুর দাম জিজ্ঞেস করবেন না। কোরবানির পশুর কোনো দাম হয় না। কারণ কোরবানির পশু কোনো পণ্য নয়। এটি পরম করুণাময়ের নির্দেশ পালনের একটি অনুষঙ্গ মাত্র।

কোরবানির পশু কেনার পর বাজারদর যাচাই করে এ নিয়ে অহেতুক আলাপে যাবেন না। 'দামে ঠকে গেছি'—এ ধরনের আফসোস করবেন না।

আল্লাহর নির্দেশনার সাথে পূর্ণ একাত্মতার জন্যে কোরবানির পশু বাস্তবে দেখে ও ভালোভাবে বুঝে কিনুন। অনলাইনে কিনতে গেলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

কোরবানির পশুর সাথে সেলফি তুলবেন না। এটি একটি ভ্রষ্টাচার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ-সম্পর্কিত প্রচার থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন।

কোরবানির মাংস যথাযথভাবে বিতরণ করুন। কোরবানির মাংস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফ্রিজ কেনার ভ্রান্ত মানসিকতা পরিহার করুন।

কয়দিন পর কোরবানি করব—এই ভেবে কোরবানির পশুকে অযত্নে-অবহেলায়-অনাহারে রাখবেন না।

খাদ্য-উৎসবে মেতে উঠবেন না। খাবারে পরিমিতি বজায় রাখুন।

আপনার কোরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার করুন। এ-ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষের পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে চলুন ও এ কার্যক্রমে যথাসম্ভব সাহায্য করুন।

ঈদের ছুটিতে পরিবারকে সময় দিন। টিভি ইন্টারনেট ফেসবুক ইউটিউব আসক্তিসহ সব ধরনের ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মে ২০২৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ১০ টাকা**
Phone : 222221441, 222225756, 01714-974333, 01711-671858, 01329-746605 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd